জুমা ও তারাবির বিষয়ে প্রজ্ঞাপনে যা বলা হয়েছে

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে সারা দেশে সাত দিনের ‘কঠোর লকডাউন’ শুরু হচ্ছে। লকডাউনের পর দিন থেকে মুসলমানদের সিয়াম সাধনার মাস রমজান শুরু হবে।

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে দ্বিতীয় দফায় সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, তাতে ১৩ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সেখানে জুমা ও তারাবি নামাজের বিষয়ে বলা হয়েছে— স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জুমা ও তারাবি নামাজের জমায়েত বিষয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনা জারি করবে।

তবে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় কখন এ নির্দেশনা জারি করবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

এর আগে করোনার সংক্রমণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ৫ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সারা দেশ কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকার। ওই সময় আসন্ন রমজানে মসজিদগুলোতে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করায় নিষেধাজ্ঞা দেয় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এ ছাড়া সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে তারাবিসহ অন্যান্য নামাজ আদায় করার নির্দেশন দেওয়া হয়। তবে দ্বিতীয় দফার কঠোর লকডাউনে কী ধরনের নির্দেশনা দেবে তা এখনও জানায়নি ধর্ম মন্ত্রণালয়।

টিকা ছাড়া রমজানে ওমরাহ পালন

করা যাবে না

সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় রমজান উপলক্ষ্যে নতুন গাইডলাইন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়েছে— মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদে টিকা নেওয়া ছাড়া কোনো মুসল্লি প্রবেশ করতে পারবেন না। খবর আরব নিউজের।

ওমরাহ পালন করতে হলে অবশ্যই মুসল্লিকে করোনার একটি ডোজ হলেও গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া করোনাভাইরাস নেগেটিভ সনদ থাকতেই হবে। ওমরাহর নিবন্ধনের জন্য তাওয়াক্কালনা এবং ইয়াতমারনা নামে দুটি অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনো যানবাহন নিয়ে মক্কার আশপাশে যাওয়া যাবে না। ওমরাহ পালনকারীকে নির্ধারিত স্থানে সময়মতো উপস্থিত থাকতে হবে।

শিশুদের নিয়ে মক্কা বা মদিনার মসজিদ বা এর বারান্দায় প্রবেশ করা যাবে না।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে সৌদি আরবের কোনো মসজিদ এশা ও তারাবির নামাজের জন্য ৩০ মিনিটের বেশি খোলা থাকবে না। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের করোনা সংক্রমণ রোধে আগে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মসজিদ কর্তৃপক্ষকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়।

পাশাপাশি মসজিদে আসা মুসল্লিদের মাস্ক পরে আসা, নিজস্ব জায়নামাজ নিয়ে আসা ও নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ পরার জন্য বিজ্ঞপিতে নির্দেশনা দেয়া হয়।

শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ফেরার পথে ‘নিখোঁজ’ হেফাজতে কেন্দ্রীয় নেতা

চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসায় হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হয় রোববার। বৈঠকে অংশ নেন হেফাজতের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। বৈঠক শেষে চট্টগ্রামের চকবাজারের বাসায় ফেরার পথে ‘নিখোঁজ’ হন ইসলামাবাদী। এই দাবি করেছে তার পরিবার।

সোমবার দুপুর ১টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পায়নি পরিবার। তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটক করেছে কিনা বা গুম হয়েছেন কিনা সেটি নিয়ে উৎকণ্ঠায় পরিবার।

সোমবার সকালে ইসলামাবাদীর ছোটভাই মুহাম্মদ ইরফানুল হক যুগান্তরকে জানান, রোববার হাটহাজারী মাদ্রাসায় হেফাজতের বৈঠকশেষে মাগরিবের নামাজ পড়ে আমার ভাই মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের চকবাজারের বাসার উদ্দেশে রওনা দেন। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদও তার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ হয়। এ সময় তিনি জানিয়েছেন, বাসার দিকে রওনা হয়েছেন; তার সঙ্গে একজন সফরসঙ্গী রয়েছে।

রাত ৮টার দিকে যোগাযোগ করা হলে তার ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। সারারাত মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজ নিয়েও তার কোনো সন্ধান পায়নি পরিবার। তবে সোমবার ভোর ৪টা থেকে ইসলামাবাদীর বন্ধ থাকা মোবাইল সচল হলেও ফোন রিসিভ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন বলে জানান ইসলামাবাদীর ছোটভাই মুহাম্মদ ইরফানুল হক।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক মাওলানা জাকারিয়া নোমান ফয়েজী বলেন, আজিজুল হক ইসলামাবাদী ভাইকে রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থা আটক করেছে কিনা তাও আমরা জানি না। তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি করার প্রস্তুতি চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাকে আটক করেছে এমন

কোনো তথ্য গণমাধ্যমকর্মীরা পাননি।

উল্লেখ্য, হেফাজত নেতা আজিজুল হক ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হরিণখাইন এলাকার মাওলানা সৈয়দ আহমেদের বাড়ির হাফেজ আহমদ উল্লাহর ছেলে। তিনি ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়।
তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও এক কন্যাসন্তানের জনক বলে জানা গেছে।

পরিচয় মিলেছে মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা সেই নারীর

নারায়ণগঞ্জের একটি রিসোর্টে হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা সেই নারীর পরিচয় মিলেছে। মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা সেই নারীর নাম জান্নাত আরা ঝর্ণা (২৭)।

তিনি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের কামারগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মো. ওলিয়ার রহমান মিয়ার মেজো মেয়ে। ওলিয়ার রহমান কামারগ্রাম ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

মামুনুল হক ওই নারীর নাম আমেনা তৈয়াবা বললেও ওই নারী নিজেকে জান্নাত আরা বলে পরিচয় দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও গণমাধ্যমে প্রচারের পর দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। এ ঘটনায় উপজেলাজুড়ে এখন ঝর্ণাকে নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়।

তবে জান্নাতের আগে বিয়ে হয়েছে, দুটি সন্তান আছে- এ কথা সবাই জানলেও মামুনুল হকের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ের কোনো খবরই জানেন না এলাকাবাসী।

ঝর্ণার বাবা ওলিয়ার রহমান ও মা শিরীনা বেগম সাংবাদিকদের জানান, তাদের মেয়ে জান্নাত আরা ঝর্ণার ৯ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল হাফেজ শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে। তার বাড়ি বাগেরহাটের কচুড়িয়া এলাকায়। তাদের আব্দুর রহমান (১৭) ও তামীম

(১২) নামে দুজন ছেলেসন্তান রয়েছে।

ওলিয়ার রহমান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে আড়াই বছর আগে শহীদুল্লাহর সঙ্গে ঝর্ণার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তারপর দুই বছর আগে পরিবার থেকে পাত্র দেখে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার কথা বললেও ঝর্ণা বলতেন তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার জন্য আর কোনো পাত্র দেখতে হবে না।

তার বাবা আরও জানান, ঝর্ণা কাকে বিয়ে করেছে সে কথাটি পরিবারকে জানায়নি কখনো। শুধু একবার ভিডিওকলে তার দ্বিতীয় স্বামীকে দেখিয়েছিল; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি সেই ব্যক্তি মাওলানা মামুনুল হক ছিলেন।

প্রথম স্বামী হাফেজ শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদুল্লাহর সঙ্গে জান্নাত আরা ঝর্ণার পরিবারের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা- জানতে চাইলে তারা জানান, ডিভোর্সের পর শহীদুল্লাহর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখেননি তারা।

গোপালপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মোনায়েম খান বলেন, ঝর্ণার বাবা ওলিয়ার রহমান একজন সহজ-সরল মানুষ। তিনি কামারগ্রাম চার নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। তার মেয়ের আগে বিয়ে হয়েছে। তার দুই ছেলেও আছে; পরে বিয়ে হয়েছে কিনা জানি না।

প্রসঙ্গত, শনিবার বিকালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের রয়েল রিসোর্টের পঞ্চমতলার ৫০১ নম্বর কক্ষে তাদের অবরুদ্ধ করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। সন্ধ্যায় একদল হেফাজত কর্মী মামুনুল হককে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

মসজিদে নামাজের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সাত দিনের লকডাউন জারি করেছে সরকার। এমন পরিস্থিতিতে মসজিদে নামাজ আদায়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

সোমবার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এসব নির্দেশনা জারি করে।

এতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের কারণে মুসল্লিদের জীবনের ঝুঁকি বিবেচনা করে মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে এবং আগত মুসল্লীকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে।

প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওজু করে, সুন্নাত নামাজ ঘরে আদায় করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

জামাতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।

জামাতে আগত মুসল্লিদের অবশ্যই মাস্ক পরে আসতে হবে। মসজিদে রাখা জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না। নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে।

শিশু, বৃদ্ধ, যেকোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।

সর্বসাধারণের সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো যাবে না। নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামগণকে অনুরোধ করা হলো।

খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয় এই নির্দেশনায়। এ ছাড়া পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা

করোনা মহারির কারণে পবিত্র রমজানে দেশের মসজিদগুলোতে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাসহ ১০টি নির্দেশনা মেনে মসজিদে জামাত আদায়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার (৫ এপ্রিল) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।নির্দেশনা না মানলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই পালন করতে হবে। মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করা যাবে না। করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে খতিব ও ইমামরা দোয়া করবেন।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সোমবার থেকে সারাদেশে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার (৪ এপ্রিল) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মামুনুল হক ও সেই নারীকে নিয়ে সংসদে যা বললেন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁও রিসোর্টে হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হকের সঙ্গে যে নারী ছিলেন তিনি তার স্ত্রী নন বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

রোববার হাটহাজারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সোনারগাঁওয়ে তাণ্ডবের প্রসঙ্গে ৩০০ বিধিতে জাতীয় সংসদে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি এ দাবি করেন। খবর ইউএনবির

নারী নিয়ে রিসোর্টে মামুনুল হকের অবস্থান এবং পরবর্তী সময়ে হামলার ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ‘সোনারগাঁও উপজেলার একটি রিসোর্টে মামুনুল হক এক নারীকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার স্ত্রী নন। এ বিষয়ে আমি আরও ঘটনা জেনে সবাইকে জানাব।’

মন্ত্রী বলেন, টেলিভিশনে ঘটনাটি প্রচারের পরে হেফাজত লোকেরা কেন রিসোর্টটিতে হামলা করেছিল তা তিনি জানেন না।

‘সেখানে কয়েকজন বিদেশি ছিলেন। পুলিশ ও বিজিবি গিয়ে তাদের রক্ষা করেছে’, বলেন তিনি।

দেশব্যাপী সম্প্রতি হেফাজতের তাণ্ডবের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হঠাৎ করে এই ধরনের তাণ্ডব কেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা তদন্ত করে দেখছি। যারাই তাণ্ডব করে থাকুক তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।’

প্রসঙ্গত শনিবার হেফাজত নেতা মামুনুল হককে এক নারীসহ রিসোর্টে আটক করেন স্থানীয়রা। মামুনুল হক ওই নারীকে নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেছেন। তাকে আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে হেফাজত কর্মী ও তার অনুসারীরা রাতে রিসোর্টে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরে মামুনুলকে সেখান থেকে নিয়ে যান তারা।

বরকতময় রজনী শবেবরাতে করণীয়

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, শয়তানের কুমন্ত্রণায় বা নফসের তাড়নায় মানুষ বিপথগামী হয় বা পাপাচারে লিপ্ত হয়।

মানুষের পাপ বা গুনাহ মোচনের জন্য আল্লাহতায়ালা তওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। বিশেষ কিছু দিবস ও রজনী দিয়েছেন, এর মধ্যে অন্যতম হলো শবেবরাত।

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত ‘শবেবরাত’। শবেবরাত কথাটি ফারসি। শব অর্থ রাত, বরাত অর্থ মুক্তি; শবেবরাত মানে মুক্তির রজনী।

আরবি হলো ‘লাইলাতুল বরাত’। হাদিস শরিফে একে ‘নিসফ শাবান’ বা শাবান মাসের মধ্যরাত বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বাণী: ‘হা মিম! শপথ! সুস্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয়ই আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি। এ হলো আপনার প্রভুর দয়া, নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন ও জানেন।

তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এ উভয়ের মধ্যে যা আছে, সেসবের রব। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করো, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনিই তোমাদের লালন-পালনকারী আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও। তবু তারা সংশয়ে খেলা করে। তবে অপেক্ষা করো সেদিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে।’ (সুরা দুখান, আয়াত: ১-১০)।

মুফাসসিরিনগণ বলেন, এখানে ‘লাইলাতুম মুবারাকা’ বা বরকতময় রজনী বলে শাবান মাসের পূর্ণিমা রাতকেই বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরে মাযহারি, রুহুল মাআনি ও রুহুল বায়ান)।

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহতায়ালা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে

মাখলুকাতের দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহিহ্ ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৫)।
হজরত আওফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে ইবনে খুজাইমা হজরত আবুবকর (রা.) থেকে এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৯০, রাজীন: ২০৪৮; সহিহ্ ইবনে খুজাইমা, কিতাবুত তাওহিদ, পৃষ্ঠা: ১৩৬)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহতায়ালা এ রাতে বিদ্বেষ পোষণকারী ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যাকারী ছাড়া বাকি সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৭৬)।

হজরত উসমান ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ রাতে আল্লাহতায়ালা মুশরিক ও ব্যভিচারিণী ছাড়া সবার ইচ্ছাপূরণ করে থাকেন। (শুআবুল ইমান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮৩)।

হজরত আবু সালাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন শাবানের মধ্যরাত আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাখলুকাতের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান; মুমিনদিগকে ক্ষমা করে দেন, কাফিরদের ফিরে আসার সুযোগ দেন এবং হিংসুকদের হিংসা পরিত্যাগ ছাড়া ক্ষমা করেন না। (কিতাবুস সুন্নাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮২)।

হাদিস শরিফে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতে মদিনার কবরস্থান ‘জান্নাতুল বাকি’তে এসে মৃতদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
তিনি আরও বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, এ রাতে বনি কালবের ভেড়া বকরির পশমের পরিমাণের চেয়েও বেশিসংখ্যক গুণাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজি শরিফ: ৭৩৯)।

হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: ১৪ শাবান দিবাগত রাত যখন আসে, তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখো; কেননা এদিন সূর্যাস্তের পর আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং আহ্বান করেন- কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছো কি? আমি ক্ষমা করব; কোনো রিজিকপ্রার্থী আছো কি?

আমি রিজিক দেব; আছো কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে উদ্ধার করব। এভাবে ভোর পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা বান্দার বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ: ১৩৮৪)।

শবেবরাত উপলক্ষে রোজা রাখা, নামাজ পড়া, নামাজে কিরাত ও রুকু- সিজদা দীর্ঘ করা; কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করা; দরুদ শরিফ বেশি বেশি পড়া; ইস্তিগফার বেশি পরিমাণে করা; দোয়া কালাম, তাসবিহ তাহলিল, জিকির আসকার ইত্যাদি করা; কবর জিয়ারত করা; নিজের জন্য, পিতা- মাতার জন্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও মুমিন মুসলমানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করা উত্তম।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের চোখে শবেবরাত

ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদদের ফকিহ বলা হয়। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো বিভিন্ন ফকিহ-মনীষীও শবেবরাতের ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।

ফিকহে হানাফির চোখে: আল্লামা শামি, ইবনে নুজাইম, আল্লামা শরমবুলালি, শায়খ আবদুল হক দেহলবি, মাওলানা আশরাফ আলী থানবি, মাওলানা আবদুল হক লখনবি, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ উলামায়ে হানাফিয়ার অভিমত হলো, শবে বরাতে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী রাত জেগে একাকী ইবাদত করা মুস্তাহাব।

তবে এর জন্য জামাতবদ্ধ হওয়া যাবে না। (আদ-দুররুল মুখতার: ২য় খণ্ড, ২৪-২৫ পৃষ্ঠা/ আল বাহরুর রায়েক: ২য় খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা/ মারাকিল ফালাহ: ২১৯ পৃষ্ঠা)।

ফিকহে শাফেয়ির চোখে: ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে, শাবানের ১৫তম রাতে অধিক পরিমাণ দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (কিতাবুল উম্ম : ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)।

ফিকহে হাম্বলির চোখে: ইমাম ইবনে মুফলি হাম্বলি (রহ.), আল্লামা মনসুর আল বাহুতি, ইবনে রজর হাম্বলি প্রমুখ হাম্বলি উলামায়ে কেরামের মতে, শবে বরাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব। (আল মাবদা: ২য় খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা/ কাশফুল কিনা: ১ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)।

ফিকহে মালেকির চোখে: ইবনে হাজ মালেকি (রহ.) বলেন, সালফে সালেহিনরা এ রাতকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং এর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। (আল মাদখাল: ১ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চোখে: আবদুল আব্বাস আহমাদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ১৫ শাবানের রাতের ফজিলত সম্পর্কে একাধিক মারফু হাদিস এবং আসারে সাহাবা বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা এ রাতের ফজিলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

সালফে সালেহিনের কেউ কেউ এ রাতে নফল নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোজার ব্যাপারে তো সহিহ হাদিসগুলোই রয়েছে। (ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকিম: ২য় খণ্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা)।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর চোখে: হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেন, হাদিসে শবে বরাতের তিনটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করাকে সওয়াব ও বরকত লাভের উপায় বলা হয়েছে।

প্রথমত, ১৫ তারিখ রাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা। সঙ্গে সঙ্গে গরিব-মিসকিনদের কিছু দান করে সে দানের সওয়াবটুকু ওই মৃতদের নামে বখশে দিলে আরও ভালো হয়। সেই মুহূর্তে হাতে না থাকলে, অন্য সময় গোপনে কিছু দান করে দেওয়া উচিত।
দ্বিতীয়ত, রাত জেগে একা একা বা বিনা দাওয়াতে জড়ো হয়ে যাওয়া দু- চারজনের সঙ্গে ইবাদতে মশগুল থাকা। তৃতীয়ত, শাবানের ১৫ তারিখ নফল রোজা রাখা।

মুফতি তাকি উসমানির চোখে: শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি (দা.বা.) বলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, নফল ইবাদত এমনভাবে করবে, সেখানে কেবল তুমি আছ, আর আছেন আল্লাহ। তৃতীয় কেউ নেই। সুতরাং যে কোনো নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেই শরিয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো, এতে জামাত করা মাকরুহে তাহরিমি ও নিষিদ্ধ। (ইসলাহি খুতুবাত : ৪র্থ খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানির চোখে: আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দিন

আলবানি (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ আল মুজাল্লাদাতুল কামিলাহ’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১১৪৪নং অধ্যায়ের ২১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় শবে বরাত সম্পর্কে হাদিস এনে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা হলো- হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহতায়ালা তাঁর সব মাখলুকের প্রতি মনোযোগ আরোপ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

(সহিহ ইবনে হিব্বান: হাদিস ৫৬৬৫, আল-মুজামুল আওসাত: হাদিস ৬৭৭৬, আল-মুজামুল কাবির: হাদিস ২১৫, সুনানে ইবনে মাজা: হাদিস ১৩৯০)।

হেফাজতের হরতাল আরো একদিন বাড়ানো হচ্ছে

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, হেফাজতের ডাকা হরতাল আরো একদিন বাড়ানো হতে পারে। এরআগে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেতা-কর্মী ও প্রতিবাদী মুসল্লিদের হত্যা ও হামলার প্রতিবাদে শনিবার (২৭ মার্চ) সারা দেশে বিক্ষোভ এবং রবিবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেয় হেফাজতে ইসলাম।

হেফাজতের আমির মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এ কর্মসূচি দেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় পল্টনে ঢাকা মহারগর হেফাজতের সাধারণ সম্পাদক মামুনুল হক তার পক্ষে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারীসহ সারা দেশে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা ও ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

হেফাজতের ডাকা হরতালে আজ রবিবার সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ করা হয়।